চতুর্থ পর্ব

শায়েখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ

ইসলামী বসন্ত

للشيخ المجاهد الحكيم د. أيمن الظواهري حفظه الله

শায়েখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ

উ।ৎ।স।র্গ

□ ঐ সকল খারেজী ও তাকফীরীদের প্রতি যারা অন্যায়ভাবে মুসলিমদের এমনকি উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান মুজাহিদীনদেরকেও তাকফীর করছে এবং তাদেরকে হত্যা করা বৈধ মনে করে হত্যা করছে।

□ জিহাদ-প্রেমী ঐ সকল যুবকদের প্রতি যারা হকদল নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছে।

□ সারা পৃথিবীতে জিহাদরত আমাদের ঐ সকল মুজাহিদ ভাইদের প্রতি যারা হকের পথে আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করার জন্য লড়াই করছে।

এদের সকলের প্রতি কিতাবটি উৎসর্গ করা হল- যাতে এটা সকলের হেদায়াতের জন্য ওসীলাহ হয়।

পূর্ববর্তী পর্বে যেসব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে-

১. খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ কী?

২. খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

৩. খলীফা নির্ধারণের শরয়ী পদ্ধতি কী?

৪. খলীফার জন্য প্রধান শর্ত কী?

আজ আমি পঞ্চম যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো তা হল, উল্লিখিত বিষয় সমূহের উপর কিছু সংশয় ও প্রশ্নের জওয়াব। আল্লাহ তাআলা যদি ইচ্ছা করেন তো এখন আমি নিম্নে বর্ণিত সংসয় ও প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো।

সংশয়সমূহ:

১. বল প্রয়োগ করে ইমারাহ দখল করার হুকুম কী?

২. অল্প সংখ্যক লোকের বায়াতের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচন বৈধ হবে কী?

৩. কেউ যদি আযোগ্য মনে করে কাউকে বায়আত না দেয় তাহলে সে কি গুনাহগার হবে?

৪. খিলাফতের পদ শূন্য থাকা অবস্থায় যদি কোন অযোগ্য লোক নিজেকে এই বলে খলীফা দাবী করে যে, 'কোন খলীফা না থাকার চেয়ে একজন খলীফা থাকাতো ভাল'। তাহলে করণীয় কী? আমরা কি তাকে খলীফা হিসেবে মেনে নিব? অথচ মুসলমানদের এমন অনেক আমীর আছেন যারা জিহাদ করেন, শরীয়ত অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করেন এবং 'আমর বিল মারুফ নাহী আনিল মুনকার' করেন এবং সম্মিলিত ভাবে ধীরে ধীরে 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়ার' দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

৫. কোন অযোগ্য লোক যদি নিজেকে খলীফা হিসেবে ঘোষণা করে। আর কেউ যদি তাকে বায়আত না দেয় তাহলে কি সে হাদীসে বর্ণিত ধমকির উপযুক্ত হবে? কারণ, হাদীসে এসেছে,

"مَنْ مَاتَ ولَيْس فى عُنُقهِ بَيْعةٌ ماتَ ميتَةً جاهليةً".

'যে ব্যক্তি কাউকে বায়আত না দিয়ে মৃত্যুবরণ করল সে জাহেলী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল!'[১]

৬. আপনারা বলছেন অমুকে খিলাফতের যোগ্য নয়। অথচ আমরা খিলাফতের যোগ্য অনেক লোককে পর্যবেক্ষণ করেছি; কিন্তু তার চেয়ে যোগ্য অন্য কাউকেই পাইনি।

৭. যে লোক কারো পরামর্শ ব্যতীত নিজেকে খলীফা বলে দাবী করে তার কি এ অধিকার আছে যে, সে তার অনুসারীদের এ আদেশ দিবে যে, 'যারা আমাকে খলীফা হিসেবে মানবে না তাদের মাথা গুড়িয়ে দাও। কারণ তারা জামাতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করছে এবং জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। তারা দলীল হিসেবে এই হাদীসটি পেশ করে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ : مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الآخَرِ.

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি কোন ইমামকে বায়আত দিল নিজের দেহ-মনের বন্ধন তার সাথে জুড়ে নিল। এর ভিন্ন কেই যদি খিলাফতের দাবি নিয়ে প্রথম জনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে।[২]

---

[১] মুসলিম

[২] মুসলিম: হাদীস নং-৪৮৮২

৮. একটি উপযোগী পরিস্থিতির জন্য খিলাফতের ঘোষণা বিলম্বিত করা কি অপরাধ?

সংশয়

১. বল প্রয়োগ করে ইমারা দখল করা বৈধ কি না?

বল প্রয়োগ করে ইমারাহ দখলকে অনেকেই জয়েয মনে করেন। কোন কোন আলেমের কথাকে দলীল হিসেবে পেশ করে বলে- উলামাগণ বলেন, তরবারীর বলে ক্ষমতা দখল করা জয়েয এবং দখলকারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেয়ে তার আনুগত্য মেনে নেয়া অধিক উত্তম। সুতরাং কেউ যদি কোন দেশ অথবা কিছু অঞ্চল দখল করে নিজেকে খলীফা হিসেবে দাবী করে তাহলে আমাদের উচিৎ তার আনুগত্য মেনে নেয়া। এমন কি সে যদি জালেম হয় এবং জমিনে ফেতনা ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তবুও।

তাদের বিরুদ্ধে আমাদের জবাব হল, সর্ব সম্মতিক্রমে ইমাম নির্বাচনে শরয়ী পদ্ধতি হল দুটি:

ক. উম্মাহর ইমাম, আলেম ও বুদ্ধিজীবিরা মিলে একজনকে নির্বাচন করবেন।
খ. পূর্বের খলীফা কাউকে তার প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করবেন। অতঃপর তার (খলীফার) মৃত্যুর পর নির্বাচিত খলীফার প্রতি মুসলমানদের সমর্থন থাকবে। অর্থাৎ, উম্মাহর ইমাম, আলেম ও বুদ্ধিজীবিরা তাকে খলীফা হিসেবে মেনে নিবেন।

এই দুটি পদ্ধতিই মুসলমানদের সন্তুষ্টিচিত্তে হতে হবে । এ সম্পর্কে পূর্বের আলোচনায় আমি সাহাবায়ে কেরামদের সিদ্ধান্ত, ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ফতোওয়া উল্লেখ করেছি। আর অস্ত্র ও শক্তির জোরে ক্ষমতা দখল শরয়ীভাবেও অনেক বড় অপরাধ। যার কারণে মুসলমানদের রক্ত ঝরে এবং ক্ষমতার জন্য মুসলমানদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

ইবনে হাজার হায়তামী রহ. বলেন,

"لأن المتغلبَ فاسقٌ معاقبٌ، لا يستحقُ أن يبشَرَولا يُؤمرَ بالإحسانِ فيما تغلب عليه، بل إنما يستحقُ الزجرَ والمقتَ والإعلامَبقبيحِ أفعاله وفسادِ أحواله"

‘জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারীরা সাধারণত ফাসেক ও শাস্তি প্রদানকারী হয়ে থাকে। সে কিছুতেই তার দখলকৃত অঞ্চলে ইনসাফের উপদেশ কিংবা বাহবা পাবার যোগ্য নয় ।বরং সে এহেন কর্মকাণ্ডের কারণে ভর্ৎসনা ও তিরষ্কারের উপযুক্ত হবে এবং তার দুষ্কর্মের বিষয়ে জনগণকে অবহিত করতে হবে।’[৩]

আর কোন কোন আলেম বল প্রয়োগকারীর শাসনকে অনোন্যপায় অবস্থায় গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ফিকহের কিতাবসমূহে আছে। কারো প্রয়োজন হলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারে। অন্তত আমাদের এখনো এ প্রয়োজন দেখা দেয়নি। আর সে প্রয়োজনগুলো কী কী তা নিয়ে আলোচনা করারও আমাদের প্রয়োজন নেই। কেননা অল্প কিছু লোক ব্যতীত এই বল প্রয়োগকারীর ক্ষমতা কারর উপর নেই। আমাদের উপরও না। অন্য কোন মুসলমানের উপরও না। বরং তার দখলকৃত অঞ্চলের চেয়ে অনেক বড় বড় অঞ্চল অন্যান্য মুজাহিদদের দখলে রয়েছে এবং তারা ধীরে ধীরে খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়া প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

সর্বোপরি কথা হচ্ছে, আমরা তো আর বায়আত মুক্ত নই; বরং আমরা সন্তুষ্টচিত্তে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদের হাতে বায়আত দিয়েছি। তিনি আমাদের আমীর এবং বাগদাদী ও তার অনুসারীদেরও আমীর। কিন্তু বাগদাদী ও তার অনুসারীরা এই বায়আত ভঙ্গ করে খিলাফাহ ঘোষণা করেছে। তাই বলে তো আর আমরা তার কথিত একটি দেশ অথবা কিছু অঞ্চলে খিলাফতের কারণে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের কাছে দেওয়া বায়আত ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারি না।

তাছারা আমরা মহান আল্লাহর করুণায় ‘খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ’ ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় নিয়োজিত। ইনশাআল্লাহ সামনে এ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

---

[৩] الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ج: 2 ص: 627

উলামাগণ প্রয়োজনবশত এবং বিশৃঙ্খলা এড়ানোর জন্য যে বলপ্রয়োগকারীর খিলাফাহ মেনে নিয়েছেন তা কিন্তু তারা কোন শর্ত ছাড়া এমনি এমনি মেনে নেননি; বরং এর জন্য তারা একটি শর্ত দিয়েছেন। আর তাহল- শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত ও তার হুকুম কার্যকর থাকতে হবে। আর এ বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত যে, তথাকথিত এই খলীফা ও তার অনুসারীরা শরীয়ত অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করে না। সুতরাং যাদের মধ্যে এই মূল শর্তই অনুপস্থিত; তারা দখলকারী হলেও তো তাদের আনুগত্য করা জায়েয নেই।

এরপর কথা হল, যারা এসব সংশয়কে নিজেদের পক্ষে দলীল হিসেবে দাঁড় করতে চান; তারাই কিন্তু অন্যদের জন্য রাস্তা তৈরি করে দিচ্ছেন। যেমন, প্রতিটি স্থানে প্রতিটি জামাত যখনই শক্তিশালী হয়ে উঠবে তখন তারা নিজেদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভেবে নিজেরাই খিলাফাহ ঘোষণা করে বসবে। যেমন, উমাইয়ারা আন্দালুস নিয়ে আব্বাসীদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। এই সংশয়ের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেক উদ্ধত গোষ্ঠি প্রথম জবর দখলকারীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘোষণা দিবে এবং শক্তির মাধ্যমে অপর একজন দখলদার প্রকাশ পাবে। এভাবে জবরদখলের রাজ্য আমাদের রক্তের সাগরের দিকে নিয়ে যাবে। আর এভাবে উম্মতের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের রক্ত বিনামূল্যে বিকিয়ে যাবে যা দেখে ইসলামের শত্রুরা মুখ টিপে হাসবে।

ইবনে আরাবী রহ. বলেন, ইমাম মালেক রহ. থেকে ইবনে কাসেম বর্ণনা করেন,

"إذا خرج على الإمام العدل خارج وجب الدفع عنه، مثل عمر بن عبد العزيز، فأما غيره فدعه، ينتقم الله من ظالم بمثله، ثم ينتقم من كليهما".

‘যখন ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের মত ন্যায়পারায়ণ বাদশার বিরুদ্ধে কেউ বিদ্রোহ করে তাহলে তাকে দমন করা ওয়াজিব। আর যদি তার মত না হয় তাহলে তাকে তার মত ছেড়ে দাও। আল্লাহ তাআলা তার মত অন্য একজনকে দিয়ে এই জালেমের প্রতিশোধ নিবেন অতঃপর উভয়ের থেকেই প্রতিশোধ নিবেন।’

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴾

‘অতঃপর যখন প্রতিশ্রুতির সেই প্রথম সময়টি এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। তখন তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল।’[৪]

ইমাম মালেক রহ. বলেন,

"إذا بويع للإمام فقام عليه إخوانه قوتلوا إذا كان الأول عدلا. فأما هؤلاء فلا بيعة لهم إذا كان بويع لهم على الخوف".

‘যখন একজন ইমামের জন্য বায়আত সংঘটিত হয়ে যায়। অতঃপর তার ভাইয়েরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আর প্রথম জন যদি আদেল হয় তাহলে তাদেরকে হত্যা করতে হবে। আর ভয়ের কারণে যদি তাদেরকে বায়আত দেওয়াও হয় তাহলে এই বায়আত গ্রহণযোগ্য হবে না।’[৫]

এখানে আমি ঐ সকল ভাইদের সতর্ক করে দিতে চাই যারা জবরদখলকারী জালেম শাসকদের ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম যে ধৈর্যের পরামর্শ দিয়েছেন এর মাঝে এবং ‘খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়ার’ মাঝে পার্থক্য করতে না পেরে বরং দুইটা এক মনে করে বলে, জবর দখলকারীর শাসনই হল ‘খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ’। তারা উলামাদের কথাকে তাদের এই দাবীর সপক্ষে ইমাম আহমদ রহ. এর কথাকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে। তিনি বলেছেন,

"ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله واليم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما عليه، برا كان أو فاجرا، فهو أمير المؤمنين".

‘কোন ব্যক্তি যদি তরবারীর জোরে খলীফা হয় এবং আমীরুল মুমিনীন নাম ধারণ করে। তাকে ইমাম হিসেবে না মানা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী কারো জন্য বৈধ হবে না। চাই লোকটা নেককার হোক অথবা বদকার। কারণ সে আমীরুল মুমিনীন।’[৬]

---

[৪] সূরা বানী ইসরাইল:৫

[৫] আহকামুল কোরআন, ইবনুল আরাবী: ৭/২৭৫

উক্তিটি তাদের দলীল হিসেবে পেশ করা একাধিক কারণে অসম্ভব।

১. আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআত বলপ্রয়োগকারীর শাসনের উপর ধৈর্য ধারণের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে সেগুলো উল্লেখ করে আমি আমার আলোচনা দীর্ঘ করব না। আগ্রহী ব্যক্তি ফিকহের কিতাব থেকে তা দেখে নিতে পারেন।

২. ইমাম আহমদ রহ. থেকেই এর বিপরীত রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। এখানে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি না; তবে শুধু মাত্র একটি ঘটনা উল্লেখ করছি: ইমাম আহমদ রহ. খলীফা ওয়াসিক আল আব্বাসীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণে ইমাম আহমদ ইবনে নছর আল খুজায়ী রহ. এর প্রশংসা করেন। আহমদ ইবনে নাছর রহ. সম্পর্কে আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন,

"ما كان أسخاه بنفسه لله، لقد جاد بنفسه له".

'আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন! আল্লাহর জন্য নিজের জান বিলিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে উদার মানুষ আর হতে পারে না। সে আল্লাহর জন্য নিজের জান বিলিয়ে দিয়েছে।'[৭]

৩. এরকম দলীল পেশকারীকে আমরা প্রশ্ন করতে চাই; এর মাধ্যমে আপনি কোন খিলাফাহ উদ্দেশ্য নিচ্ছেন? আপনি কি 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' উদ্দেশ্য নিচ্ছেন যার সুসংবাদ স্বয়ং রাসূল সা. দিয়েছেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফাহ; যাদের অনুসরণ করতে নবী কারীম সা. আমাদের আদেশ দিয়েছেন। নাকি বলপ্রয়োগ এবং জোর জবরদস্তির খিলাফাহ উদ্দেশ্য নিচ্ছেন। যার বর্ণনা নবী কারীম সা. দিয়েছেন যে সেটা তাঁর সুন্নতকে পরিবর্তন করবে। যার প্রতিষ্ঠাকারীকে ওমর রাযি. বায়আত দিতে নিষেধ করেছেন। আর ইমাম মালেক রহ. তার বর্ণনা এ ভাবে দিয়েছেন,

"بأنه ظالم ينتقم الله منه، وأنه لا بيعة له، ولا ينصر على من خرج عليه، كما مربنا".

'সে জালেম আল্লাহ তার বিচার করবেন। তাকে বায়আত দেওয়া যাবে না। এবং তার বিরুদ্ধে কেউ বিদ্রোহ করলে তাকে সাহায্য করা যাবে না।'

আমি এখানে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই:

এক. উম্মাহর ইতিহাসে জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগের খিলাফাহ (কেউ চাইলে তাকে ধ্বংস ও ফাসাদ সৃষ্টির খিলাফাহ বলতে পারেন।) দুর্গতিই বয়ে এনেছে এবং তাদের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আর আমাদের অধঃপতনের কারণও তো এটাই ছিল। জবরদখলের এই রীতি উম্মাহর ইতিহাসে কঠিন কঠিন মূহূর্তে এই শাসন নারী ও অবুঝ শিশুকেও খলীফা মনোনিত করেছে। যেমন, তাতারীরা যখন বাগদাদ আক্রমণ করে তা একেবারে উজাড় করে হলব পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এবং মিসরে আক্রমণেরও প্রায় সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছে। এমন এক কঠিন ও নাযুক মুহূর্তে মিসরের বাদশা নিযুক্ত হয় আট দশ বছরের শিশু মানসুর ইবনে ইজ্জুদ্দিন। অথচ তার সময় কাটতো কবুতর নিয়ে খেলা করে এবং উটের পিঠে চড়ে। তাতারীদের মোকাবেলা করে মিসরকে রক্ষা করার কোন চিন্তাই তার মধ্যে ছিল না। এহেন পরিস্থিতিতে বাদশা মানসুরের উপস্থিতিতে আমীর উমারাগণ আসন্ন বিপদ মোকাবিলায় তাদের করনীয় সম্পর্কে পরামর্শ সভায় বসল। কিন্তু শিশু মানসুর শুধু মজলিসের সেভাই বর্ধন করছিল, তার কোন মতামত ছিল না। পরিস্থিতি খারাপ দেখে সাইফুদ্দিন কুতুজ রহ. মানসুরকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজে ক্ষমতা দখল করে নেন এবং ফুকাহা ও কাজীদের নিকট এই বলে ওজর পেশ করেন যে, মানসুর ছোট আর দেশে এখন তাতারীদের মোকাবেলায় একজন দক্ষ ও শক্তিশালী শাসক প্রয়োজন। অতঃপর কুতুজ রহ. যখন 'আইনে জালুতে' তাতারীদের পরাজিত করে বিজয় অর্জন করলেন। বাইবারাছ তখন আমীর উমারাদের সাথে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করে এবং তার সৈন্য বাহিনীর উপর সশস্ত্র আক্রমণ করে। অতঃপর তারা যুবরাজের বাসগৃহে এসে যুবরাজকে কুতুজ রহ. হত্যার সংবাদ দেয়। তখন সে বলে, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে। বাইবারাছ বলে, আমি। তখন যুবরাজ তাকে বলল, হে বীর আজ থেকে তোমার মর্যাদা সুলতানের মত।

---

[৬] আল আহকামুস সানিয়্যাহ: ১/২০
[৭] আল বদিয়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ১০/৩০৩

"فغيبت الشريعة عن تنصيب الإمام وأصبح السيف هو الحكم".

'ইমাম নিয়োগের ক্ষেত্রে শরীয়তের কর্তৃত্ব আড়াল হয়ে গেল এবং তার স্থানে কর্তৃত্ব দখল করে নিল তরবারী (সে যাকে ইচ্ছা তাকেই ইমাম বানাবে)।'

হত্যাকারীর শরীয়ত অনুযায়ী বিচারের পরিবর্তে তাকে সুলতানের মর্যাদা দেয়া হয়। আর সে যাকে নিয়োগ দেয় সেই কাজী ও মুফতী হয় এবং এক সময় বলে আমিই ইমাম। আমার কথা মত সবকিছু চলবে। যার বিচারের প্রয়োজন তাকে আমার নিয়োগ দেওয়া বিচারকের বিচারই মানতে হবে; যদিও বিচার তাদের বিরুদ্ধেই চাওয়া হয়।। আর এ ভাবেই ধীরে ধীরে শরীয়ত বাতিল হতে থাকে। আর আমরা রাসূল সা. এর ভবিষদ্বণীর সত্যতার খোঁজ পাই। রাসূল সা. বলেছেন,

"لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فاولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة"

'ইসলামের বন্ধনগুলো (হুকুমগুলো) একে একে বিলুপ্ত হতে থাকবে। আর যখনই একটা বন্ধন বিলুপ্ত হবে মানুষ তার নিকটতম বন্ধনের দারসৎস্থ হবে। সুতরাং সর্বপ্রথম (শরয়ী) হুকুম বিলুপ্ত হবে আর সর্ব শেষ হবে নামাজ।'[৮]

আর আমাদের এ যুগের ঘটনা হল; এই বল প্রয়োগকারী হুকুমতই ইমাম মুজাদ্দেদ আব্দুল ওয়াহাব রহ. এর দাওয়াতকে নষ্ট করেছে এবং এ অঞ্চলকে আমরিকার কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে পরিণত করেছে। সর্বোপরি মুসলমানদের আমরিকা ও ইংরেজদের দাসে পরিণত করেছে। ফলে কোরআনের শাসন বাদ দিয়ে মনবরচিত বিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে এবং মুসলমানদের দেশ ও সম্পদ কাফেরদের কাছে অর্পণ করা হচ্ছে।

দুই. ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলার খিলাফতের আহ্বান মুজাহিদদের মাঝে ফেতনার আগুনই জ্বেলে দিবে এবং তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করবে। যারা এই খিলাফতের অনুসরণ করবে তারা ভাববে তারা সঠিক পথে আছে। আর অন্যরা শরীয়ত মানছে না; বরং তারা বাগী-বিদ্রোহী। কখনো কখনো তাদের মুরতাদ পর্যন্ত বলবে। আর বিরোধীরা 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় রত। ঠিক এ ফিৎনাটিই বর্তমানে ইরাক ও শামে দেখা যাচ্ছে। মুজাহিদরা পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। এর কারণে আসল শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। যার ফসল শত্রুরাই ঘরে তুলছে।

তিন. রাজতন্ত্রের মধ্যেও ভাল কাজ হয়েছে। যেমন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একদিকে মুহাম্মদ ইবনে কাসেমকে সিন্ধু অভিযানে পাঠিয়েছে। অন্যদিকে অসংখ্য ভাল মানুষকে হত্যা করেছে। তদ্রূপ খলীফা মুতাসিম এক দিকে যেমন আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর উপর অমানুষিক নির্যাতন করেছে, অন্য দিকে আমুরিয়া বিজয় করেছে। কিন্তু এর কারণে তো আর হাকীকত বাতিল হবে না মাশওয়ারা ব্যতীত শক্তির জোরে ক্ষমতা দখল শরীয়ত সম্মত হয়ে যাবে না; বরং তা শরীয়ত পরিপন্থি হিসেবেই চিহ্নিত হবে।

আমরা 'খিলাফা আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ' ফিরিয়ে আনারই চেষ্টা করছি। আর এর মঝেই রয়েছে উম্মাহর সার্বিক কল্যাণ, নেতৃত্ব ও ইজ্জত-সম্মান। আমাদের নবী মুহাম্মদ সা. আমাদেরকে এই খিলাফার সুসংবাদই দিয়ে গেছেন। সুতরাং আমরা রাজতন্ত্র বা স্বৈরাতন্ত্র ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় আমাদের শক্তি ব্যয় করবো না, কারণ এই রাজতন্ত্র আর সৈরাতন্ত্রই হচ্ছে উম্মাহর অধঃপতন আর পরাজয়ের মূল।

আমরা খোলাফায়ে রাশেদীনের পদ্ধতিতে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করবো। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ, বুছর ইবনে আরতা ও আবু মুসলিম আল-খুরাসানীর পদ্ধতিতে নয়। ইনশাআল্লাহ, আমরা সাইয়্যিদুনা মুহাম্মদ সা. এর মানহাজে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করব। তিনি বলেন,

"خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ".

'তোমাদের সর্বোত্তম নেতা হচ্ছে তারা- যাদেরকে তোমরা ভালবাসবে এবং তারা তোমাদেরকে ভালবাসবে এবং তোমরা যাদের জন্য দোআ করবে আর তারা তোমাদের জন্য দোআ করবে। আর তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তারা- যাদেরকে

[৮] জামেউস সগীর

তোমরা অপছন্দ করবে আর তারা তোমাদের অপছন্দ করবে তদ্রূপ যাদেরকে তোমরা অভিসম্পাত করবে আর তারা তোমাদের অভিসম্পাত করবে।’[৯]

মানুষ কিভাবে ঐ লোককে ভালবাসবে এবং তার মঙ্গল কামনা করে দোআ করবে- যে তাদের এবং তাদের প্রিয় লোকদের নির্যাতন করে হত্যা করে?

সংশয় ২. অল্প সংখক লোকের বায়আতের মাধ্যমে খলীফা নির্ধারণ সঠিক হবে কি না?

আমি খুব সংক্ষেপে এ ব্যাপরে কছি আরজ করব। কারণ, আমরা দেখতে পাই- কেউ কেউ অল্পসংখ্যক লোকের বায়আতকে বৈধ প্রমাণ করতে দুটি দলীল দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন।

এক: কোন কোন আলেম থেকে বর্ণিত আছে যে, এক-দুইজন অথবা একেবারে অল্প সংখ্যক লোকের মাধ্যমেও খলীফা নির্ধারণ হয়। একথার উত্তর হল:

ক. এ কথাটা সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর সুন্নত ও ইজমার বিপরীত। সহীহ হাদীসের কিতাবগুলোতে তা বর্ণিত আছে। পূর্বে এ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি।

খ. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এই সংশয়ের উত্তর দিয়েছেন এবং বলেছেন এটা সাহাবায়ে কেরাম রাযি.এবং সাইয়্যিদিনা আবু বকর রাযি. কে অপবাদ দেয়ার ক্ষেত্রে রাফেজীদের মতাদর্শের অনুসরণ ।

দুই:, তারা ইমাম নববী রহ. এর কথাকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে।

ইমাম নববী রহ. বলেন,

"أَمَّا الْبَيْعَة : فَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط لِصِحَّتِهَا مُبَايَعَة كُلّ النَّاس ، وَلَا كُلّ أَهْل الْحَلّ وَالْعِقْد ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَط مُبَايَعَة مَنْ تَيَسَّرَ إِجْمَاعهمْ مِنْ الْعُلَمَاء وَالرُّؤَسَاء وَوُجُوه النَّاس".

‘উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, বায়আত সঠিক হওয়ার জন্য পৃথিবীর সকল মানুষের বায়আত জরুরী নয় এবং পৃথিবীর সকল সুধীজন ও চিন্তাশীলদের বায়আতও জরুরি নয়; বরং ঐ সকল আলেম, নেতৃবৃন্দ এবং সম্মানিত লোকদের বায়আত শর্ত যাদের একত্র হয়ে বায়আত দেওয়া সহজ ও সম্ভব।’[১০]

আসলে এই উক্তিটিও তো ঐ সকল লোকদের বিরুদ্ধে দলীল যারা মনে করে অল্প সংখক লোকের বায়আত জায়েয। কারণ-

ক. কেউই তো পৃথিবীর সকল মানুষ অথবা সকল আলেমদের একত্র হওয়ার শর্ত করেন নি; বরং সবাই জমহুরদের ঐক্যমতকে শর্ত বলেছেন।

খ. বর্তমানে বায়াতের শর্ত হল সারা দুনিয়ার যে সকল আলেম, নেতা ও সম্মানিত ব্যক্তি ঐক্যমত পোষণ করতে সক্ষম তাদের সকলের ইজমা। আর এটা জানা কথা যে, বর্তমানে মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই পৃথিবীর সকল আলেমের যোগাযোগ করা সম্ভব।

গ. ইমাম নববী রহ. ঐ সকল আলেম, নেতা ও সম্মানিত ব্যক্তিদের ইজমাকে শর্ত বলেছেন যারা সহজে একত্র হতে পারেন। তবে তিনিও অপরিচিত নাম ঠিকানা কিছুই জানা যায় না এমন লোকের বায়াতের কথা বলেন নি।

সংশয় ৩. কেউ যদি কাউকে অযোগ্য মনে করে তাকে বায়আত না দেয় তাহলে সে কি গুনাহগার হবে?

স্বভাবতই এর উত্তর না বাচক হবে। এর দলীল অনেক সাহাবায়ে কেরামের আমল। যেমন, হুসাইন রাযি., ইবনে যুবাইর ও আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযি. এরা কেউই ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়াকে বায়আত দেননি। আবু নুআইম রহ. উরওয়া ইবনে যুবাইর রহ থেকে বর্ণনা করেন,

"تثاقل عبد الله بن الزبير عن طاعة يزيد بن معاوية، وأظهر شتمه، فبلغ ذلك يزيد، فأقسم لا يؤتى به إليه إلا مغلولا، وإلا أرسل إليه، فقيل لا بن الزبير: ألا نصنع لك أغلالا من فضة تلبس عليها الثوب وتبر قسمه، فالصلح أجمل لك؟ قال: فلا أبر والله قسمه".

---

[৯] মুসলিম: ৪৯১১

[১০] শরহুন নববী আলা মুসিলিম: ৬/২০৯

ইবনে যুবায়ের রাযি. ইয়াজিদের আনুগত্য মেনে নিতে অপারগতা প্রকাশ করলেন এবং প্রকাশ্যে ইয়াজিদের সমালোচনা করলেন। তখন এ সংবাদ ইয়াজিদের নিকট পৌঁছলে সে কসম করল যে, হয়তো তাকে (যুবায়েরকে) বেড়ি পরিয়ে তার কাছে (ইয়াজিদের) আনা হবে অথবা, সে (যুবায়ের) তার (ইয়াজিদের) কাছে সন্ধি চুক্তি পাঠাবে। তখন ইবনে যুবায়ের রাযি. কে বলা হল, আমরা আপনার জন্য রুপার খাঁচা বানাবো। আপনি সেখানে কাপড় পরিবর্তন করবেন আর তাকে কসম থেকে মুক্তি দিবেন। (কিন্তু আমাদের মনে হয়) আপনার জন্য সন্ধি চুক্তিই উত্তম। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ আমি তাকে কসম থেকে মুক্ত করব না। অতঃপর বললেন,

"ولا ألين لغير الحق أسأله حتى يلين لضرس الماضغ الحجر".

'প্রয়োজনে পাথর চিবিয়ে চুর্ণ করতেও রাজি আছি; কিন্তু হকের সামনে মাথা নত করতে রাজি নই।'

"ثم قال: والله لضربة بسيف في عز أحب إلي من ضربة بسوط في ذل، ثم دعا إلى نفسه، وأظهر الخلاف ليزيد بن معاوية".

'অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! লাঞ্ছিত হয়ে চাবুকের আঘাতের চেয়ে সম্মানের সাথে তরবারীর আঘাত আমার কাছে অনেক প্রিয়। এরপর ইয়াজিদ ইবনে মুআবিয়ার খিলাফাত প্রত্যাখ্যান করে নিজের বায়াতের দিকে মানুষদের আহ্বান করলেন।'[১১]

ইমাম ঈসমাইলী রহ. বর্ণনা করেন,

"فَأَرَادَ مُعَاوِيَة أَنْ يَسْتَخْلِف يَزِيد - يَعْنِي اِبْنه - فَكَتَبَ إِلَى مَرْوَان بِذَلِكَ ، فَجَمَعَ مَرْوَان النَّاس فَخَطَبَهُمْ ، فَذَكَرَ يَزِيد ، وَدَعَا إِلَى بَيْعَته وَقَالَ : إِنَّ اللَّه أَرَى أَمِير الْمُؤْمِنِينَ فِي يَزِيد رَأْيًا حَسَنًا ، وَإِنْ يَسْتَخْلِفهُ فَقَدْ اِسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْر وَعُمَر،فَقَالَ عَبْد الرَّحْمَن مَا هِيَ إِلَّا هِرَقْلِيَّة".

'মুআবিয়া রাযি. তার ছেলে ইয়াজিদকে খলীফা বানাতে চাইলেন। তাই এ বিষয়টি মারওয়ানকে লিখে পাঠালেন আর মারওয়ান লোকদের জমা করে ভাষণ দিলেন এবং ইয়াজিদের বিষয়টি উল্লেখ করে তাদেরকে তাকে বায়আত দেওয়ার আহ্বান জানালেন এবং বললেন, আল্লাহ তাআলা আমীরুল মুমিনীনকে আয়াজিদ সম্পর্কে ভাল কিছু এলহাম করেছেন। তাই তিনি চাচ্ছেন তাকে পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করতে। কারণ আবু বকরও তো ওমরকে নির্ধারণ করে গেছেন। তখন আব্দুর রহমান বললেন, এটা তো দেখছি হিরাকলিয়ানীতি (বাইযানটাইন)।'[১২]

ইবনে হাজার রহ. বলেন,

"وأخرج الزبير عن عبد الله بن نافع قال: خطب معاوية فدعا الناس إلى بيعة يزيد، فكلمه الحسين بن علي وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر، فقال له عبد الرحمن: أهرقلية كلما مات قيصرُ مكانه؟ لا نفعل والله أبداً".

'আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে বর্ণনা করে বলেন, এক খুতবায় মুআবিয়া রাযি. ইয়াজিদকে বায়আত দেয়ার জন্য লোকদের আহ্বান করলেন। অতঃপর হুসাইন ইবনে আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ও আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযি. তাঁর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। তখন আব্দুর রহমান তাঁকে বললেন, এটা তো দেখছি হিরাকলিয়া! এক সম্রাটের মৃত্যুর পর অন্য সম্রাট তার স্থলাভিষিক্ত হয়। আল্লাহর কসম! আমরা কখনই এটা করবো না (অর্থাৎ তাকে বায়আত দিব না)।'[১৩]

হুসাইন ইবনে আলী এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. শুধু মাত্র ইয়াজিদের বায়আতকেই প্রত্যাখ্যান করেন নি; বরং তারা প্রত্যেকেই একজনের পর অন্যজন নিজেকে বায়আত দেয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। কারণ ইয়াজিদের ক্ষমতা ছিল অবৈধ। অন্য দিকে মুসলমানদের জন্য একজন খলীফার প্রয়োজন ছিল। আর উম্মাহর জমহুর অংশটি তাদেরকেই গ্রহণ করে নিবে। ইয়াজিদ বলপ্রয়োগ করার পূর্বে মানুষ তাকে বায়আত দেয় নি; বরং তাকে নিয়োগের পূর্বেই শাম, হিজাজসহ কিছু অঞ্চল থেকে তার জন্য বায়আত নেয়া হয়েছিল।

[১১] মাআরেফুস সাহাবাহ, আবু নুআইম: ১১/৪৬১
[১২] ফতহুল বারী: ২৩/৩৯২
[১৩] আল আসহাব: ৪/৩২৭

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করে নিচ্ছি। তাহল, সায়্যিদিনা হুসাইন রাযি. সায়্যিদিনা মুআবিয়া রাযি. এর সাথে কৃত অঙ্গীকার ও বায়আত ভঙ্গ করেন নি; বরং তিনি হাসান রাযি. কর্তৃক সায়্যিদিনা মুআবিয়া রাযি. এর সাথে কৃত চুক্তি পালন করে গেছেন। অথচ এ ব্যাপারে তাঁর অসম্মতি ছিল। তিনি মুআবিয়া রাযি. এর সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি তার ও তার ভাই হাসান রাযি. এবং সকল মুসলমানের চুক্তি রক্ষা করেছেন। কারণ, তিনি দেখেছেন মুআবিয়া রাযি. শরীয়ত অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করছেন। তাঁর খিলাফাহও মুসলমানদের ইজমার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হুসাইন রাযি. মুআবিয়া রাযি. এর ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত নিজের দিকে বায়াতের আহ্বান করেননি; বরং তাঁর ইন্তেকালের পরে করেছেন। কারণ, ইয়াজিদের খিলাফাহ ছিল শরীয়ত বিরোধী। কেননা, তা শুরার ভিত্তিতে গঠিত হয়নি এবং জমহুরগণ তাকে খিলাফতের অযোগ্য মনে করতেন।

সংশয় ৪. খিলাফতের পদ শূন্য থাকা অবস্থায় যদি কোন অযোগ্য লোক নিজেকে এই বলে খলীফা দাবী করে যে, 'কোন খলীফা না থাকার চেয়ে একজন খলীফা থাকাতো ভাল'। তাহলে করণীয় কী? আমরা কি তাকে খলীফা হিসেবে মেনে নিব? অথচ মুসলমানদের এমন অনেক আমীর আছেন যারা জিহাদ করেন, শরীয়ত অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করেন এবং 'আমর বিল মারুফ নাহী আনিল মুনকার' করেন এবং সম্মিলিত ভাবে ধীরে ধীরে 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়ার' দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

উত্তরঃ না। আসলে এমন সন্দেহ তো হুসাইন রাযি., আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এবং আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযি. এরও জাগেনি। কেননা, যখন সায়্যিদিনা মুআবিয়া রাযি. ইন্তেকাল করলেন এবং খিলাফতের পদ শূন্য হল তখন তাঁরা ইয়াজিদের শাসন প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁরা এ কথা বলেননি যে, এখন যেহেতু কোন খলীফা নেই তাই আমাদের জন্য ইয়াজিদের খিলাফাহ মেনে নেওয়াই উত্তম। বরং হুসাইন রাযি. এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. পর্যায়ক্রমে ইয়াজিদ থাকা অবস্থায়ই নিজের বায়াতের দিকে আহ্বান করেছেন। কিন্তু বিষয়টি পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই হুসাইন রাযি. শাহাদাত বরণ করেছেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. এর জন্য তা পরিপূর্ণ হয়। সব এলাকা থেকে বায়াতের পর উলামায়ে কেরাম তাকে শরয়ী খলীফা হিসেবে গণ্য করেন।

তাছাড়া আমরা তো আর বায়আতহীন অবস্থায় নেই; রবং আমাদের এবং বাগদাদী ও তাঁর সঙ্গীদের স্কন্ধের উপরও তো ইমারতে ইসলামির বায়আত রয়েছে। কিন্তু বাগদাদী ও তার সঙ্গীরা তা ভঙ্গ করেছে। আর আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা তা পূর্ণ করে চলেছি।

বড় কথা হল, আমরা তো আর 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ' প্রতিষ্ঠা করা থেকে গাফেল হয়ে বসে রইনি; বরং আমরা এবং সকল মুজাহিদরা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। (কিভাবে এগুচ্ছি এ নিয়ে ইনশাআল্লাহ সামনে আলোচনা করবো) তবে আমরা চাই 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ'। আমরা রাজতন্ত্র, বলপ্রয়োগ ও জুলুমের শাসন চাই না।

সংশয় ৫. কোন অযোগ্য লোক যদি নিজেকে খলীফা হিসেবে ঘোষণা করে বসে, আর কেউ যদি তাকে বায়আত না দেয় তাহলে কি সে হাদীসে বর্ণিত এ ধমকির উপযুক্ত হবে? রাসূল সা. বলেন,

"من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية".

'কেউ মৃত্যুবরণ করল অথচ তার কাধে বায়আত নেই; তাহলে সে জাহিলি অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল।'

উত্তরঃ না। সে এই ধমকির উপযুক্ত হবে না। এ বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে এই হাদীসেরই আরও কিছু বর্ণনা উল্লেখ করছি। ইমাম বুখারী রহ. ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন,

"ان النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً".

‘কেউ যদি তার আমীরের মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু লক্ষ করে।; তাহলে সে যেন এ ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে। কেউ যদি জামাত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়েও মৃত্যু বরণ করে তাহলে সে জাহেলী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল।’[১৪]

ইমাম মুসলিম রহ. ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন,

"من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات مينة جاهلية".

‘কেউ আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময় তার কোন দলীল থাকবে না। যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল অথচ তার উপর কারো বায়আত নেই সে যেন জাহেলী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল।’

ইমাম মুসলিম রহ. আবু হুরায়রা রাযি. থেকে অন্য আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেন,

"من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولايتحشى من مؤمنها ولايفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه".

‘যে ব্যক্তি আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিয়ে জামাত ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করল। সে যেন জাহেলী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল। যে ব্যক্তি কোন পথভ্রষ্টের পিছনে যুদ্ধ করল; যে কিনা কোন গোত্রের কারণে ক্রুদ্ধ হয় অথবা কোন গোত্রের দিকে আহ্বান করে অথবা কোন গোত্রকে সাহায্য করে, অতঃপর সে নিহত হলে এটা হবে জাহেলী অবস্থায় নিহত হওয়া। আর যে আমার উম্মতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে সত্যবাদি-মিথ্যাবাদী সবাইকেই আঘাত করে; মুমিনদের থেকে বিরত থাকে না এবং চুক্তিকারীর চুক্তি পূর্ণ করে না। তাহলে আমার ও তার মাঝে কোন সম্পর্ক নেই।’[১৫]

উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত ধমকির আওতায় যারা পড়বে-

১. যার আমীর আছে কিন্তু তার মধ্যে কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখে মুসলমানদের সম্মিলিত জামাত থেকেই সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে; অথচ সকলেই ঐ আমীরের ব্যাপারে একমত।

২. যে কোন আমীরের আনুগত্য মেনে নেওয়ার পর তার থেকে আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিল।

৩. যে মুসলমানদের জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমীরের আনুগত্য ত্যাগ করল।

তবে যারা কাউকে ইমারত কিংবা খিলাফতের অনুপযুক্ত মনে করে তাকে বায়আত দেওয়া থেকে বিরত থাকে তাহলে সে এই ধমকির অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমনিভাবে হুসাইন রাযি. আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. এবং আব্দুর রহমান রাযি. ইয়াজিদকে অযোগ্য মনে করে তাকে বায়আত দেন নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে গেছে।

আমাদের সকল মুজাহিদ ও সাধারণ মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী এই যে-

* আমরা এই মনগড়া খিলাফাহ ও খলীফার অনুগত নই। আর কখনও তার আনুগত্য মেনেও নেই নি যে এখানে হাত গুটিয়ে নেওয়ার প্রশ্ন আসবে। কারণ, সে তো খিলাফতের যোগ্যই নয়।

* আমরা জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন নই। কারণ, আমরা এমন কোন ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিনি যাকে সকল মুসলমান ইমাম হিসেবে মেনে নিয়েছেন। বরং তার আশ-পাশের অল্প কিছু লোক ব্যতীত তাকে কেউই বায়আত দেননি।

* তাছাড়া আমরা আনুগত্যের হাতও গুটিয়ে নেইনি এবং বায়আতও ভঙ্গ করিনি। কেননা, আমাদের উপর রয়েছে আমীরুল মুমিনীনের বায়আত। যাকে আমরা সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে বায়আত দিয়েছি। আর আল্লাহর মেহেরবানীতে তিনি বিশাল বিস্তৃত অঞ্চল সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং পাকিস্তান, ভারত উপমহাদেশ, মধ্য এশিয়া, আরব বিশ্ব, আফ্রিকা মহাদেশ সহ সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। তার আনুগত্য নিয়েছে।

একটি প্রশ্ন:-

প্রশ্ন হতে পারে আমরা যা বলছি সালাফের যুগে এর কোন নজির আছে কিনা?

[১৪] বুখারী: ৬৫৩১

[১৫] মুসলিম: ৩৪৩৬

হ্যাঁ, অবশ্যই; সালাফ দ্বারা আপনি কোন সালাফ উদ্দেশ্য নিচ্ছেন!! যেখানে হুসাইন রাযি. আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ও আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযি. সহ আরো অনেক বড় বড় সাহাবীদের সরাসরি আমল পাওয়া যায়। তারা ইয়াজিদের শাসনকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ, তা মাশওয়ারার মাধ্যমে গঠিত হয় নি। আর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যায় যা বলেছেন তা তো বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে দেয়।

ইমাম খাল্লাল রহ. বলেন, আমাকে মুহাম্মদ ইবনে আবু হারুন সংবাদ দিয়েছেন ইসহাক রহ. তাদের কাছে বর্ণনা করেন, 'আবু আব্দুল্লাহকে (আহমদ ইবনে হাম্বল) এই হাদীসের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হল– **ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية** - 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল অথচ তার কোন ইমাম নেই, সে যেন জাহেলী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল' এই হাদীসের অর্থ কি? আবু আব্দুল্লাহ বলেন,

تدرى ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع المسلمون عليه كلهم يقول هذا إمام، فهذا معناه.

'তোমরা কি জান ইমাম কাকে বলে? ইমাম হল যার ব্যাপারে সকল মুসলমানদের ইজমা হয়েছে এবং লোকেরা বলে এই তো ইনিই আমাদের ইমাম।'[১৬]

ইমাম ফার্‌রা রহ. এই কথার সাথে আরেকটু যুক্ত করে বলেন, 'এ ব্যাপারে স্পষ্ট কথা হল এটা (বায়আত) সংঘটিত হবে তাদের জামাতের মাধ্যমে।'[১৭]

বর্তমানে যে লোকটি অল্প কিছু অপরিচিত লোকের বায়াতের মাধ্যমে নিজেকে খলীফা বলে দাবি করছে। তার ব্যাপারে সকল মুসলমান একমত তো নয়ই। বরং অপরিচিত কিছু লোক ব্যতীত কেউ বলে না যে ইনি আমাদের আমীর, যাদের সম্পর্কে আমরা জানি না।

সংশয় ৬. আপনারা বলছেন, সে খিলাফতের যোগ্য নয়। অথচ আমরা অনেক অনুসন্ধানের পরও খিলাফতের জন্য তার চেয়ে অধিক যোগ্য কাউকে খুঁজে পাইনি।

আসলে এধনের কথার কোন ভিত্তি নেই। কারণ, মুজাহিদীনদের মাঝে এবং সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের মাঝে তার চেয়ে অধিকতর যোগ্য অনেক লোক আছেন। শায়েখ আবু মুহাম্মদ আল মাকদিসী দা.বা. ঐ জামাত সম্পর্কে বলেন, যারা অল্প কিছু অপরিচিত লোকের বায়াতের মাধ্যমে তাদের আমীরকে খলীফা বলে দাবী করছে,

"لابد أن يقال بأنه لو لم يوجد غير هذه الجماعة في الساحة؛ لدفع هؤلاء العلماء علمهم إلى تأييد أميرها لأنهم مطالبون بتأمير الأمثل، فلاشك أن هؤلاء أمثل من الطواغيت والحكام المرتدين؛ أما والساحة تمتلئ بالجماعات المقاتلة المنافسة، التي يوازي بعضها هذه الجماعة بالقوة ويساميها بالعدد ويفضلها في النهج والقيادة. فلايجب تقديم المفضول على الفاضل".

'একথা বলতেই হয় যে, ময়দানে যদি এই জামাত ব্যতীত অন্য কোন জমাত না থাকতো তাহলে আলেমদের ইলম তাদেরকে এই জামাতের আমীরকে সমর্থনের পক্ষেই বলত। কারণ, তাঁরা একজন শ্রেষ্ঠ লোককে আমীর বানাতে আগ্রহী এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এরা মুরতাদ তাগুত শাসকদের থেকে উত্তম। আর সত্য কথা হল; ময়দান অনেক জিহাদী জামাতের মাধ্যমে পরিপূর্ণ। তাদের কোন কোনটা শক্তির বিচারে তাদের সমকক্ষ, সৈন্য সংখ্যার দিক থেকে এদের চেয়ে বেশী এবং নেতৃত্বের দিক থেকে এদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। সুতরাং উৎকৃষ্টের উপর অনুৎকৃষ্টকে প্রাধান্য দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।'

সংশয় ৭. যে লোক কারো পরামর্শ ব্যতীত নিজেকে খলীফা বলে দাবী করে তার কি এ অধিকার আছে যে, সে তার অনুসারীদের এ আদেশ দিবে যে, 'যারা আমাকে খলীফা হিসেবে মানবে না তাদের মাথা গুড়িয়ে দাও। কারণ তারা জামাতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করছে এবং জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে।

তারা দলীল হিসেবে এই হাদীসটি পেশ করে,

---

[১৬] আস্‌সুন্নাহ লিল খাল্লাল:১/৮০-৮১

[১৭] আল আহকামুস সুলতানিয়া: ২৩

مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الآخَرِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি কোন ইমামকে বায়আত দিল নিজের দেহ-মনের বন্ধন তার সাথে জুড়ে নিল। এর ভিন্ন কেউ যদি খিলাফতের দাবি নিয়ে প্রথম জনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে।[১৮]

উত্তর:-

১. অল্প সংখক লোকের বায়আত বাতিল অগ্রহণযোগ্য। এবং যাকে অল্প সংখক লোক বায়আত দিবে তাকে শরয়ী ইমাম হিসেবে গণ্য করা হবে না। পূর্বে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যাতে রাসূল সা. এর হাদীস, খোলাফায়ে রাশেদীনের সিরাত ও সাহাবায়ে কোরামের ইজমা। এবং ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ফতোওয়া দলীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. যে ব্যক্তি ইমাম ছাড়া মৃত্যুবরণ করল সে জাহেলী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। এই হাদীসের ব্যাপারে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর পূর্বোক্ত ব্যাখ্য প্রাণিধানযোগ্য।।

৩. জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারীকে তার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সাহায্য না করার ব্যাপারে ইমাম মালেক রহ. এর উক্তি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. যে ব্যক্তি তার আমীরের বায়আত ভঙ্গ করে নিজেকে বায়আত দেয়ার প্রতি আহ্বান করে তার বিরুদ্ধেই এই হাদীসটি প্রযোজ্য হবে। এই হাদীসটি কিছুতেই তাদের পক্ষের দলীল নয়; বরং তাদের বিপক্ষেরই দলীল।

৫. যে তার আমীরের বায়আত ভঙ্গ করে নিজের বায়াতের দিকে আহ্বান করে তার বায়আত বাতিল, অগ্রহণযোগ্য। কেননা- **ما انبني على باطل فهو باطل** 'যার ভিত্তি বাতিলের উপর সেটাও বাতিল।'

৬. এই ভয়ংকর বিপদের আরো ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কে আমাদের একবার ভেবে দেখা উচিৎ। বিপদটি হল, এক লোক কোন মাশওয়ারা ব্যতীত নিজেকে খলীফা বলে দাবি করে বসল। অথচ তাকে অল্প কিছু অপরিচিত লোক ব্যতীত কোন মুজাহিদ ও মুসলমানরা খলীফা হিসেবে মেনে নেয়নি। এর পরিণতি এই হল যে, এরপর সে মুজাহিদদের গুপ্ত হত্যা করা শুরু করল এবং মুজাহিদদের ধ্বংস করার জন্য তাদের উপর আত্মঘাতী আক্রমণ শুরু করল। অথচ এরা হল শরীয়তের হুকুম বাস্তবায়ন এবং 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ' প্রতিষ্ঠার লক্ষে নিবেদিতপ্রাণ শ্রেষ্ঠ সব মুজাহিদ তাদের অনেকেই এখন আর ময়দানে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছে না। তারা জিহাদ ছেড়ে বসে পড়েছে। হয় তো তাদের আর কখনো জিহাদের ময়দানে ফিরে আসা হবে না!! আর এভাবেই এ সকল দুর্ভাগারা জিহাদের আন্দোলনকে নষ্ট করে দিচ্ছে এবং তার অভ্যন্তরে ফিতনা ছড়িয়ে দিচ্ছে আর নিজেদের হাতেই নিজেরা প্রাণ হারাচ্ছে!! ইসলামের শত্রুরা এটা দেখে আনন্দ উল্লাস করছে।

হে ভাই! আপনারা যারা এই কল্পিত খিলাফতে বিশ্বাসী একবার ভেবে দেখুন! ঐ লোকটি কী মসিবতেই না পতিত, যেদুর্ভাগা জান্নাতের আশায় ঘর থেকে বের হয়ে ছিল; কিন্তু জাহান্নামের অতল গহ্বরে গিয়ে পতিত হল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾

'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।' -সূরা নিসা: ৯৩

৮. একটি মুনাসিব পরিস্থিতির অপেক্ষায় খিলাফতের ঘোষণা বিলম্বিত করা কি অপরাধ?

[১৮] মুসলিম: হাদীস নং-৪৮৮২

অচিরেই এ প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ; কিন্তু এখানে সংক্ষেপে বলে রাখছি, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. হুসাইন রাযি. কে ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করার মাধ্যমে কোন অপরাধ করেননি। কারণ তারা দেখছিলেন এই মুহূর্তে বিদ্রোহে সফল হওয়ার মত পরিস্থিতি নেই। ইনশাআল্লাহ এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে। আজ এ পর্যন্তই। সামনের মজলিসে দেখা হবে।

وآخر دعوان ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.